হঠাৎ নীরার জন্য
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

হঠাৎ নীরার জন্য

হঠাৎ নীরার জন্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
ক লি কা তা ৯

নীরাকে এবং নীরাকে
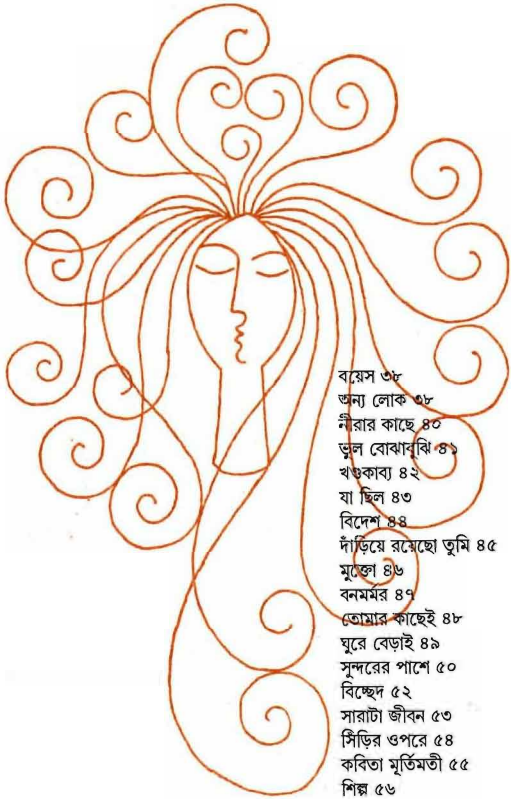
হঠাৎ নীরার জন্য

বাসস্টপে দেখা হল তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল
স্বপ্নে বহুক্ষণ
দেখেছি ছুরির মতো বিঁধে থাকতে সিন্ধুপারে—দিকচিহ্নহীন—
বাহান্ন তীর্থের মতো এক শরীর, হাওয়ার ভিতরে
তোমাকে দেখেছি কাল স্বপ্নে, নীরা, ওষধি স্বপ্নের
নীল দুঃসময়ে।

দক্ষিণ সমুদ্রদ্বারে গিয়েছিলে কবে, কার সঙ্গে? তুমি
আজই কি ফিরেছো?
স্বপ্নের সমুদ্রে সে কি ভয়ংকর, ঢেউহীন, শব্দহীন, যেন
তিনদিন পরেই আত্মঘাতী হবে, হারানো আঙটির মতো দূরে
তোমার দিগন্ত, দুই ঊরু ডুবে গেছে নীল জলে
তোমাকে হঠাৎ মনে হলো কোনো জুয়াড়ীর সঙ্গিনীর মতো,
অথচ একলা ছিলে, ঘোরতর স্বপ্নের ভিতরে তুমি একা।

এক বছর ঘুমোবো না, স্বপ্ন দেখে কপালের ঘাম
ভোরে মুছে নিতে বড় মূর্খের মতন মনে হয়
বরং বিস্মৃতি ভালো, পোশাকের মধ্যে ঢেকে রাখা
নগ্ন শরীরের মতো লজ্জাহীন, আমি
এক বছর ঘুমোবো না, এক বছর স্বপ্নহীন জেগে
বাহান্ন তীর্থের মতো তোমার ও-শরীর ভ্রমণে
পুণ্যবান হবো।

বাসের জানলার পাশে তোমার সহাস্য মুখ, 'আজ যাই,
বাড়িতে আসবেন!'
রৌদ্রের চীৎকারে সব শব্দ ডুবে গেল।
'একটু দাঁড়াও', কিংবা 'চলো লাইব্রেরীর মাঠে', বুকের ভিতরে
কেউ এই কথা বলেছিল, আমি মনে-পড়া চোখে
সহসা হাতঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠেছি রাস্তা, বাস, ট্রাম,
রিকশা, লোকজন

ডিগবাজির মতো পার হয়ে, যেন ওরাংউটাং, চার হাত-পায়ে ছুটে
পেঁৗছে গেছি অফিসের লিফ্‌টের দরজায়।

বাসস্টপে তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল স্বপ্নে বহুক্ষণ॥

নীরার অসুখ

নীরার অসুখ হলে কলকাতার সবাই বড় দুঃখে থাকে
সূর্য নিবে গেলে পর, নিয়নের বাতিগুলি হঠাৎ জ্বলার আগে জেনে নেয়
নীরা আজ ভালো আছে?
গীর্জার বয়স্ক ঘড়ি, দোকানের রক্তিম লাবণ্য—ওরা জানে
নীরা আজ ভালো আছে!
অফিস সিনেমা পার্কে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে মুখে রটে যায়
নীরার খবর
বকুলমালার তীব্র গন্ধ এসে বলে দেয়, নীরা আজ খুশি
হঠাৎ উদাস হাওয়া এলোমেলো পাগ্‌লা ঘণ্টি বাজিয়ে আকাশ জুড়ে
খেলা শুরু করলে
কলকাতার সব লোক মৃদু হাস্যে জেনে যায়, নীরা আজ বেড়াতে গিয়েছে।

আকাশে যখন মেঘ, ছায়াচ্ছন্ন গুমোট নগরে খুব দুঃখবোধ
হঠাৎ ট্রামের পেটে ট্যাক্সি ঢুকে নিরানন্দ জ্যাম চৌরাস্তায়
রেস্তোরাঁয় পথে পথে মানুষের মুখ কালো, বিরক্ত মুখোশ
সমস্ত কলকাতা জুড়ে ক্রোধ আর ধর্মঘট, শুরু হবে লণ্ডভণ্ড
টেলিফোন পোস্টাফিসে আগুন জ্বালিয়ে
যে-যার নিজস্ব হৃদ্‌স্পন্দনেও হরতাল জানাবে—
আমি ভয়ে কেঁপে উঠি, আমি জানি, আমি তৎক্ষণাৎ ছুটে যাই, গিয়ে বলি,
নীরা, তুমি মনখারাপ করে আছো?
লক্ষ্মী মেয়ে, একবার চোখে চাও, আয়না দেখার মত দেখাও ও-মুখের মঞ্জরী
নবীন জলের মত কলহাস্যে একবার বলো দেখি ধাঁধার উত্তর!
অমনি আড়াল সরে, বৃষ্টি নামে, মানুষেরা সিনেমা ও খেলা দেখতে
চলে যায় স্বস্তিময় মুখে
ট্রাফিকের গিণ্ট খোলে, সাইকেলের সঙ্গে টেম্পো, মোটরের সঙ্গে রিক্সা
মিলে মিশে বাড়ি ফেরে যে-যার রাস্তায়
সিগারেট ঠোঁটে চেপে কেউ কেউ বলে ওঠে, বেঁচে থাকা নেহাত মন্দ না!

নীরার জন্য কবিতার ভূমিকা

এই কবিতার জন্য আর কেউ নেই, শুধু তুমি নীরা
এ-কবিতা মধ্যরাত্রে তোমার নিভৃত মুখ লক্ষ্য করে

ঘুমের ভিতরে তুমি আচমকা জেগে উঠে টিপয়ের
থেকে জল খেতে গিয়ে জিভ কামড়ে এক মুহূর্ত ভাববে
কে তোমার কথা মনে করছে এত রাত্রে—তখন আমার
এই কবিতার প্রতিটি লাইন শব্দ অক্ষর কমা ড্যাস রেফ্
ও রয়ের ফুটকি সমেত ছুটে যাচ্ছে তোমার দিকে, তোমার
আধোঘুমন্ত নরম মুখের চারপাশে এলোমেলো চুলে ও
বিছানায় আমার নিশ্বাসের মতো নিঃশব্দ এই শব্দগুলি
এই কবিতার প্রত্যেকটি অক্ষর গুণিনের বাণের মতো শুধু
তোমার জন্য, এরা শুধু তোমাকে বিদ্ধ করতে জানে

তুমি ভয় পেয়ো না, তুমি ঘুমোও, আমি বহু দূরে আছি
আমার ভয়ংকর হাত তোমাকে ছোঁবে না, এই মধ্যরাত্রে
আমার অসম্ভব জেগে ওঠা, উষ্ণতা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও
চাপা আর্তরব তোমাকে ভয় দেখাবে না—আমার সম্পূর্ণ আবেগ
শুধু মোমবাতির আলোর মতো ভদ্র হিম,
শব্দ ও অক্ষরের কবিতায়
তোমার শিয়রের কাছে যাবে—এরা তোমাকে চুম্বন করলে
তুমি টের পাবে না, এরা তোমার সঙ্গে সারারাত শুয়ে থাকবে
এক বিছানায়—তুমি জেগে উঠবে না, সকালবেলা তোমার পায়ের
কাছে মরা প্রজাপতির মতো এরা লুটোবে। এদের আত্মা মিশে
থাকবে তোমার শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে, চিরজীবনের মতো

বহুদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হলে ঝর্নার জলের মতো
হেসে উঠবে কিছুই না জেনে। নীরা, আমি তোমার অমন
সুন্দর মুখে বাঁকা টিপের দিকে চেয়ে থাকবো। আমি অন্য কথা
বলার সময় তোমার প্রস্ফুটিত মুখখানি আদর করবো মনে-মনে
ঘরভর্তি লোকের মধ্যেও আমি তোমার দিকে
নিজস্ব চোখে তাকাবো।
তুমি জানতে পারবে না—তোমার সম্পূর্ণ শরীরে মিশে আছে
আমার একটি অতি ব্যক্তিগত কবিতার প্রতিটি শব্দের আত্মা॥

নীরার পাশে তিনটি ছায়া

নীরা এবং নীরার পাশে তিনটি ছায়া
আমি ধনুকে তীর জুড়েছি, ছায়া তবুও এত বেহায়া
পাশ ছাড়ে না
এবার ছিলা সমুদ্যত, হানবো তীর ঝড়ের মতো—
নীরা দু'হাত তুলে বললো, 'মা নিষাদ!
ওরা আমার বিষম চেনা!'
ঘূর্ণি ধুলোর সঙ্গে ওড়ে আমার বুকচাপা বিষাদ—
লঘু প্রকোপে হাসলো নীরা, সঙ্গে ছায়া-অভিমানীরা
ফেরানো তীর আমার দৃষ্টি ছুঁয়ে গেল
নীরা জানে না!

নীরার হাসি ও অশ্রু

নীরার চোখের জল চোখের অনেক
নিচে
টলমল
নীরার মুখের হাসি মুখের আড়াল থেকে
বুক, বাহু, আঙুলে
ছড়ায়
শাড়ির আঁচলে হাসি, ভিজে চুলে হেলানো সন্ধ্যায় নীরা
আমাকে বাড়িয়ে দেয়, হাস্যময় হাত
আমার হাতের মধ্যে চৌরাস্তায় খেলা করে নীরার কৌতুক
তার ছদ্মবেশ থেকে ভেসে আসে সামুদ্রিক ঘ্রাণ
সে আমার দিকে চায়, নীরার গোধূলিমাখা ঠোঁট থেকে
ঝরে পড়ে লীলালোধ্র
আমি তাকে প্রচ্ছন্ন আদর করি, গুপ্ত চোখে বলি :
নীরা, তুমি শান্ত হও!
অমন মোহিনী হাস্যে আমার বিভ্রম হয় না, আমি সব জানি
পৃথিবী তোলপাড় করা প্লাবনের শব্দ শুনে টের পাই
তোমার মুখের পাশে উষ্ণ হাওয়া
নীরা, তুমি শান্ত হও!
নীরার সহাস্য বুকে আঁচলের পাখিগুলি
খেলা করে
কোমর ও শ্রোণী থেকে স্রোত উঠে ঘুরে যায় এক পলক
সংসারের সারাৎসার ঝলমলিয়ে সে তার দাঁতের আলো
সায়াহ্নের দিকে তুলে ধরে
নাগকেশরের মতো ওষ্ঠাধরে আঙুল ঠেকিয়ে বলে,
চুপ!
আমি জানি
নীরার চোখের জল চোখের অনেক নীচে টলমল॥

অরূপ রাজ্য

মায়ের গোলাপ গাছে ঠিক একটি গোলাপের মতো ফুল
ফুটে আছে
চোখের মতন চোখে দেখতে পাই ভোরবেলার মতো ভোরবেলা—
দেশলাই কাঠিতে জ্বললো বিশুদ্ধ আগুন, আমি সিগারেট মুখে নিয়ে
ছাদ থেকে নেমে আসি প্রধান মাটিতে
পায়ের তলায় ভিজে ঘাস, ঠিক পায়ের তলায় ভিজে ঘাস।

দুঃখ নিয়ে ঘুম ভাঙলে দুঃখ জেগে রয়, মানুষ ঘুমোয় ফের
প্রহরীর বিবৃত জানুতে
মানুষ না, আমি। আমার ঘুমন্ত চলা সাম্প্রতিক বাতাসকে মনে করে
শতাব্দীর হাওয়া
মহিলাকে মনে করে স্বপ্ন। মহিলা না, নীরা।
তার দৃষ্টি দুর্গা টুনটুনি হয়ে উড়ে যায়। স্বপ্ন
তার স্তনে মল্লিকা ফুলের ঘ্রাণ। স্বপ্ন
নীরার হাসির তোড়ে চিকন ঝর্নার শব্দ ওঠে। এও স্বপ্ন—
টুনটুনি, মল্লিকা, ঝর্না—ধুল্যবলুণ্ঠিত এই পৃথিবীর
অসীম ফসল হয়ে ফুটে আছে
যেমন ফসল নীরা। আমি। দুঃখে সব স্বপ্ন হয়।

ঈর্ষাও ঘুমের ভঙ্গি। সেই ঈর্ষা নারী বা নীরার সর্ব শরীরের কাছে এসে
শিকলের শব্দ করে
আমার দু'চোখ তীক্ষ্ণ ছুরি হয়, প্রাসাদ শিখর ভাঙে,
ধ্বংস করে রাজনীতি-মঞ্চ, রূপান্তর শুরু হয়
মানুষকে মনে হয় জলজন্তু, যোষিৎপ্রত্যঙ্গ যেন খাদ্য
ভালোবাসা নুন-মরিচ, নিশ্বাসে আগুন
প্রতিটি প্রত্যুষ যেন রাত্রিভোর, রোদ্দুর তখনই হয় ক্ষুরের ফলার মতো
কুসুমকুমারী, মেঘ দুঃসময়—সব স্বপ্ন!
কখনো দুঃখের ঘুম শুরু হলে আমি জাগি, অবিকল চোখের মতন চোখে
টের পাই সাম্প্রতিক হাওয়া
সিগারেটে টান মেরে আমি খুসখুসে শব্দে হাসি

বেঁচে থাকা এই রকম
আমি এই অরূপ রাজ্যের নাগরিক
গোলাপ চারায় ঠিক গোলাপ ফোটার মতো দৃশ্যমান ফসলের নিজস্ব বিভাস
পায়ের তলায় ভিজে ঘাস শুধু পায়ের তলায় ভিজে ঘাস॥

প্রবাসের শেষে

যমুনা, আমার হাত ধরো। স্বর্গে যাবো।
এসো, মুখে রাখো মুখ, চোখে চোখ, শরীরে শরীর
নবীনা পাতার মতো শুদ্ধরূপ, এসো
স্বর্গ খুব দূরে নয়, উত্তর সমুদ্র থেকে যে রকম বসন্ত প্রবাসে
উড়ে আসে কলস্বর, বাহু থেকে শীতের উত্তাপ
যে রকম অপর বুকের কাছে ঋণী হয়, যমুনা, আমার হাত ধরো,
স্বর্গে যাবো।

আমার প্রবাস আজ শেষ হলো, এরকম মধুর বিচ্ছেদ
মানুষ জানেনি আর। যমুনা আমার সঙ্গী—সহস্র রুমাল
স্বর্গের উদ্দেশ্যে ওড়ে, যমুনা তোমায় আমি নক্ষত্রের অতি প্রতিবেশী
করে রাখি, আসলে কি স্বাতী নক্ষত্রের সেই প্রবাদ মাখানো অশ্রু
তুমি নও?
তুমি নও ফেলে আসা লেবুর পাতার ঘ্রাণে জ্যোৎস্নাময় রাত?
তুমি নও ক্ষীণ ধূপ? তুমি কেউ নও
তুমিই বিস্মৃতি, তুমি শব্দময়ী, বর্ণ-নারী, স্তন ও জঙ্ঘায়
নারী তুমি,
ভ্রমণে শয়নে তুমি সকল গ্রন্থের যুক্ত প্রণয় পিপাসা
চোখের বিশ্বাসে নারী, স্বেদে চুলে, নোখের ধুলোয়
প্রত্যেক অনুতে নারী, নারীর ভিতরে নারী, শূন্যতায় সহাস্য সুন্দরী,
তুমিই গায়ত্রীভাঙা মনীষার উপহাস, তুমি যৌবনের
প্রত্যেক কবির নীরা, দুনিয়ার সব দাপাদাপি ক্রুদ্ধ লোভ
ভুল ও ঘুমের মধ্যে তোমার মাধুরী ছুঁয়ে নদীর তরঙ্গ
হয়, পাপীকে চুম্বন করো তুমি, তাই দ্বার খোলে স্বর্গের প্রহরী,
তুমি এ'রকম? তুমি কেউ নও
তুমি শুধু আমার যমুনা।
হাত ধরো, স্বরবৃত্ত পদক্ষেপে নাচ হোক, লজ্জিত জীবন
অন্তরীক্ষে বর্ণনাকে দৃশ্য করো, এসো, হাত ধরো।
পৃথিবীতে বড় বেশি দুঃখ আমি পেয়ে গেছি, অবিশ্বাসে
আমি খুনী, আমি পাতাল শহরে জালিয়াৎ, আমি অরণ্যের
পলাতক, মাংসের দোকানে ঋণী, উৎসব ভাঙার ছদ্মবেশী

গুপ্তচর!
তবুও দ্বিধায় আমি ভুলিনি স্বর্গের পথ, যে-রকম প্রাক্তন স্বদেশ।
তুমি তো জানো না কিছু, না প্রেম, না নিচু স্বর্গ, না জানাই ভালো
তুমিই কিশোরী নদী, বিস্মৃতির স্রোত, বিকালের পুরস্কার......

আয় খুকী, স্বর্গের বাগানে আজ ছুটোছুটি করি॥

নীরা, তোমার কাছে

সিঁড়ির মুখে কারা অমন শান্তভাবে কথা বললো?
বেরিয়ে গেল দরজা ভেজিয়ে, তুমি তবু দাঁড়িয়ে রইলে সিঁড়িতে
রেলিং-এ দুই হাত ও থুত্নি, তোমায় দেখে বলবে না কেউ থির বিজুরি
তোমার রং একটু ময়লা, পদ্মপাতার থেকে যেন একটু চুরি,
দাঁড়িয়ে রইলে
নীরা, তোমায় দেখে হঠাৎ নীরার কথা মনে পড়লো।

নীরা, তোমায় দেখি আমি সারাবছর মাত্র দু'দিন
দোল ও সরস্বতী পুজোয়—দুটোই খুব রঙের মধ্যে
রঙের মধ্যে ফুলের মধ্যে সারা বছর মাত্র দু'দিন—
ও দুটো দিন তুমি আলাদা, ও দুটো দিন তুমি যেমন অন্য নীরা
বাকি তিনশো তেষট্টিবার তোমায় ঘিরে থাকে অন্য প্রহরীরা

তুমি আমার মুখ দেখোনি একলা ঘরে, আমি আমার দস্যুতা
তোমার কাছে লুকিয়ে আছি, আমরা কেউ বুকের কাছে কখনো
দু'হাত জোড় করে ছুঁইনি শূন্যতা, কেউ বুকের কাছে কখনো
কথা বলিনি পরস্পর, চোখের গন্ধে করিনি চোখ প্রদক্ষিণ—
আমি আমার দস্যুতা
তোমার কাছে লুকিয়ে আছি, নীরা তোমায় দেখা আমার মাত্র দু'দিন।

নীরা, তোমায় দেখে হঠাৎ নীরার কথা মনে পড়লো!
আমি তোমায় লোভ করিনি, আমি তোমায় টান মারিনি সুতোয়
আমি তোমার মন্দিরের মতো শরীরে ঢুকিনি ছলছুতোয়
রক্তমাখা হাতে তোমায় অবলীলায় নাশ করিনি;
দোল ও সরস্বতী পুজোয় তোমার সঙ্গে দেখা আমার—সিঁড়ির কাছে
আজকে এমন দাঁড়িয়ে রইলে
নীরা, তোমার কাছে আমি নীরার জন্য রয়ে গেলাম চিরঋণী॥

অপমান এবং নীরাকে উত্তর

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে, সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে, সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে, নীরা, কেন হেসে উঠলে, কেন
সহসা ঘুমের মধ্যে যেন বজ্রপাত, যেন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, নীরা, হেসে উঠলে, সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে কেন সাক্ষী কেন বন্ধু কেন তিনজন কেন?
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন!

একবার হাত ছুঁয়েছি সাত কি এগারো মাস পরে ঐ হাত
কিছু কৃশ, ঠাণ্ডা বা গরম নয়. অতীতের চেয়ে অলৌকিক
হাসির শব্দের মতো রক্তস্রোত, অত্যন্ত আপন ঐ হাত
সিগারেট না-থাকলে আমি দু'হাতে জড়িয়ে ঘ্রাণ নিতুম
সিগারেট না-থাকলে আমি দু'হাতে জড়িয়ে ঘ্রাণ নিতুম
মুখ বা চুলের নয়, ঐ হাত ছুঁয়ে আমি সব বুঝি, আমি
দুনিয়ার সব ডাক্তারের চেয়ে বড়, আমি হাত ছুঁয়ে দূরে
ভ্রমর পেয়েছি শব্দে, প্রতিধ্বনি ফুলের শূন্যতা—

ফুলের? না ফসলের? বারান্দার নিচে ট্রেন সিটি মারে,
যেন ইয়ার্কি'র
টিকিট হয়েছে কেনা, আবার বিদেশে যাবো সমুদ্রে বা নদী...
আবার বিদেশে,
ট্রেনের জানলায় বসে ঐ হাত রুমাল ওড়াবে।

রাস্তায় এলুম আর শীত নেই, নিঃশ্বাস শরীরহীন, দ্রুত
ট্যাক্সি ছুটে যায় স্বর্গে, হো-হো অট্টহাস ভাসে ম্যাজিক নিশীথে
মাথায় একছিটে নেই বাষ্প, চোখে চমৎকার আধো-জাগা ঘুম,
ঘুম! মনে পড়ে ঘুম, তুমি, ঘুম তুমি. ঘুম, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন ঘুম
ঘুমোবার আগে তুমি স্নান করো? নীরা তুমি, স্বপ্নে যেন এ রকম ছিলো...
কিংবা গান? বাথরুমে আয়না খুব সাঙ্ঘাতিক স্মৃতির মতোন,
মনে পড়ে বাস স্টপে? স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্নে—স্বপ্নে, বাস স্টপে
কোনোদিন দেখা হয়নি, ও-সব কবিতা! আজ যে-রকম ঘোর

দুঃখ পাওয়া গেল, অথচ কোথায় দুঃখ, দুঃখের প্রভৃত দুঃখ, আহা
মানুষকে ভূতের মতো দুঃখে ধরে, চৌরাস্তায় কোন দুঃখ নেই, নীরা
বুকের সিন্দুক খুলে আমাকে কিছুটা দুঃখ, বুকের সিন্দুক খুলে, যদি
হাত ছুঁয়ে পাওয়া যেত, হাত ছুঁয়ে, ধূসর খাতায় তবে আরেকটি কবিতা
কিংবা দুঃখ-না-থাকার দুঃখ...। ভালোবাসা তার চেয়ে বড় নয়!

মায়াজাল

দেড় বছর পর অমন চোখ তুলে প্রথম তাকালে
নীরা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন
চৌকো টেবিল, দু'পাশে নশ্বর আলোর পদরেখা
নীরা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন
মুখের পাশে ঘোরে ধূপের গন্ধ, যেমন ছবিময় পারস্য গালিচা
হাসির ভাঙা স্বর, আলতো সন্ধ্যায় দু'গজ দূরে থেকে পরস্পর
নীরা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন?

দরজা বন্ধ ও জানলা খোলা, নাকি জানলা বন্ধ খোলা দরজায়
মানুষ আসে যায়, 'বিদেশ থেকে কবে ফিরলে সুনীল?'
আমার উত্তরে তোমার জোড়া ভুরু, ঈষৎ চশমায় লাস্য, অথবা
সব রকম কাঁচে ছবিও ফোটে না!
তোমার নামে আনা ছোট্ট উপহার ফিরিয়ে নিয়ে যাই লুকিয়ে
নীরা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন
শুধু ও দুটি চোখ, শুধু ও দুটি চোখ দেখতে এতদূরে
ছুটে এলাম?

নির্বাসন

আমি ও নিখিলেশ, অর্থাৎ নিখিলেশ ও আমি, অর্থাৎ আমরা চারজন
একসঙ্গে সন্ধেবেলা কার্জন
পার্কের মধ্যে দিয়ে,—চতুর্দিকে রাজকুমারীর মতো আলো—
হেঁটে যাই, ইনসিওরেন্স কোম্পানির ঘড়ি ভয় দেখালো
উল্টোদিকে কাঁটা ঘুরে, আমাদের ঘাড় হেঁট
করা মূর্তি, আমরা চারজন হেঁটে যাই, মুখে সিগারেট
বদল হয়, আমরা কথা বলি না, রেড রোডের দু'পাশের
রঙিন ফুলবাগান থেকে নানা রঙের হাওয়া আসে, তাশের
ম্যাজিকের মতো গাড়িগুলো আসে ও যায়, এর সঙ্গে মানায়
মুমূর্ষু নদীর নিশ্বাস, আমরা হেঁটে যাই, আমরা এক ভাঙা কারখানায়
শিকল কিনতে গিয়েছিলাম, ফিরে যাচ্ছি, আমি বাকি তিনজনকে
চেয়ে দেখলুম, ওরাও আমাকে আড়চোখে...
ছোট-বড়ো আলোয় বড়ো ও ছোট ছায়া সমান দূরত্বে
আমাদের, চাঁদ ও জ্যোৎস্নার মাঠে ইঁদুর বা কেঁচোর গর্তে
পা মচকে আমি পিছিয়ে পড়ি, ওরা দেখে না, এগিয়ে যায়
কখনো ওরা আলোয়, কখনো গাছের নিচে ছায়ায়
ওরা পিছনে ফেরে না, থামে না, ওরা যায়—

আমি নাস্তিকের গলায় নিজের ছায়াকে ডাকি, একশো মেয়ের চিৎকার
মেমোরিয়ালের পাশ থেকে হাসিসমেত তিনবার
জেগে উঠে আড়াল করে, এবার আমি নিজের নাম
চেঁচাই খুব জোরে, কেউ সাড়া দেবার আগেই একটা নীলাম-
ওয়ালা 'কানাকড়ি', 'কানাকড়ি' হাতুড়ি ঠোকে, একটা ঢিল
তুলে ছুঁড়তে যেতেই কে যেন বললো, 'সুনীল
এখানে কী করছিস?' আমি হাঁটু ও কপালের
রক্ত ঘাসে মুছে তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে সবুজ ও লালের
শিহরন দেখি, দু'হাত ওপরে তুলে বিচারক সপ্তর্ষিমণ্ডল
আড়াল করতে ইচ্ছে হয়, 'ওঠ্ বাড়ি চল্, কিংবা বল্
কোথায় লুকিয়েছিস নীরাকে?' গলার স্বর শুনে মানুষকে
চেনা যায় না, একটি অন্ধ মেয়ে আমাকে বলেছিল, দু'চোখ উস্কে
আমি লোকটাকে তদন্ত করি: পাপ নেই, দুঃখ নেই এমন

পায়ে চলা পথ ধরে কারা আসে। যেন গহন বন
পেরিয়ে শিকারী এলো, জীবনের তীব্রতম প্রশ্ন মুখে তুলে
দাঁড়িয়ে রইলো, যেন ছুঁয়ে দিল বেদান্তের মন্দিরচূড়ার মতো আঙুলে
নীলিমার মতো নিঃস্বতা,—যেন কত চেনা, অথচ মুখ চিনি না, চোখ
চিনি না, ছায়া নেই লোকটার এমন নির্মম, এক জীবনের শোক
বুকে এলো, 'কোথায় লুকিয়েছিস?' 'জানি না'—এ-কথা
কপালে রক্তের মতো, তবু বোঝে না রক্তের ভাষা, তৃষ্ণা ও ব্যর্থতা
বারবার প্রশ্ন করে, জানি না কোথায় লুকিয়েছি নীরাকে, অথবা নীরা কোথায়
লুকিয়ে রেখেছে আমায়! কোথায় হারালো নিখিলেশ, বিদ্যমানতায়
পরস্পর ছায়া ও মূর্তি...আবার একা হাঁটতে লাগলুম, বহুক্ষণ
কেউ এলো না সঙ্গে, না প্রশ্ন, না ছায়া, না নিখিশেল না ভালোবাসা
শুধু নির্বাসন॥

কৃতঘ্ন শব্দের রাশি

চিঠি না-লেখার মতো দুঃখ আজ শিরশির করে ওঠে
আঙুলে বা চোখের পাতায়
নিউমার্কেটের পাশে হঠাৎ দুপুরবেলা নীরার পদবী ভুলে যাই—
এবং নীরার মুখ!
জলে-ডোবা মানুষের বাতাসের জন্য হাঁকুপাকু—সেই অস্থিরতা
নীরার মুখের ছবি—সোনালী চশমার ফ্রেম, নাকি কালো?
স্তম্ভের ঘড়িকে আমি প্রশ্ন করি, সোনালি? না কালো?
ধনুক কপালে বাঁকা টিপ, ঢাল চুলে বাতাসের খুনসুটি
তবুও নীরার মুখ অস্পষ্ট কুয়াশাময়
জালে ঘেরা বকুল গাছকে আমি ডেকে বলি
বলো, বলো, তুমিও তো দেখেছিলে?
নীরার চশমার ফ্রেম সোনালি না কালো?

সিঁড়ির ধাপের মত বিস্মরণ বহুদূরে নেমে যায়
ভুলে যাই নীরার নাভির গন্ধ
চোখের কৌতুকময় বিষণ্ণতা
নীরার চিবুকে কোনো তিল ছিল?
এলাচের গন্ধমাখা হাসি যেন বাতাসের মধ্যে উপহাস
বিস্মৃতির মধ্যে শুনি অধঃপতনের গাঢ় শব্দ
নিউমার্কেটের পাশে হঠাৎ দুপুরবেলা
সব কিছু ভুলতে ভুলতে আমার অস্তিত্ব
শূন্য কিন্তু মগ্ন হয়ে ওঠে—
ছিঁড়ে যায় নীল পর্দা, ভেঙে পড়ে অসংখ্য দেয়াল
হিজল বনের ছায়া চকিতে মেঘের পাশে খেলা করে
তীব্রভাবে বেজে ওঠে কৃতঘ্ন শব্দের রাশি, সেই মুহূর্তেই
চোয়াল কঠিন করে হাত তুলি, বজ্র মুঠি, ঝলসে ওঠে
রক্তমাখা ছুরি॥

এক সন্ধেবেলা আমি

এই হ্রদে ঈশ্বর ছিলেন
এই হ্রদে ঈশ্বর ছিলেন
ঈশ্বর, তোমার ভূমিকম্প এসে মুছে দিল তোমার মহিমা;
এই বৃক্ষ ঈশ্বর আমার
এই বৃক্ষ ঈশ্বর আমার
ঈশ্বর, তোমার বজ্র তোমাকেই পোড়ালো বীভৎস
ঈশ্বর, তোমার মতো নিরীশ্বর আর কেউ নেই!...

*

নীরা, তুমি অমন সুন্দর মুখে তিনশো জানালা
খুলে হেসেছিলে, দিগন্তের মতন কপালে বাঁকা টিপ,
চোখে কাজল ছিল কি? না, ছিল না।
বাসস্টপে তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল স্বপ্নে বহুক্ষণ...
কেমন সামান্য হয়ে বসেছিলে, দেড় বছর পর আমি আজও আছি
কত লোভহীন
পাগলামি! স্বপ্ন থেকে নেমে দূর বাসস্টপে একা হেঁটে যাই!

*

নদীর পারে বসেছিলাম, নদী আমায় কোনো কথাই বলেনি
শুকনো পাহাড় বললো আমায় নদীর কথা—
নারীর কাছে গিয়েছিলাম, নারী আমায় কোনো কথাই বলেনি
ধুলোয় ভরা গ্রন্থ শুধু বললো আমায় নারীর ভাষা।...

*

এ বছর আর বন্যা হবে না, ঐ দ্যাখো ব্রিজ, ঐ দ্যাখো বাঁধ—
কে জানে কোথাও কোনো দীর্ঘশ্বাস ছিল কিনা,
মরা দামোদর পায়ে হেঁটে এসে ছেলেটা মেয়েটা শক্তিগড়ের
দিকে চলে গেল, কে জানে কোথাও দীর্ঘশ্বাস ছিল কিনা।...

*

আমার ঠাকুরদাদা মন্দিরের পূজুরী ও ঘণ্টা বাজাতেন
ছোটোমাসী নামাবলী কেটে ব্লাউজ বানিয়েছেন লো-কাট
ছোটোমাসী, তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে গিয়ে
প্রথম যৌন আনন্দ পেয়েছিলাম॥

নীরা ও জিরো আওয়ার

এখন অসুখ নেই, এখন অসুখ থেকে সেরে উঠে
পরবর্তী অসুখের জন্য বসে থাকা। এখন মাথার কাছে
জানালা নেই, বুক ভরা দুই জানলা, শুধু শুকনো চোখ
দেয়ালে বিশ্রাম করে, কপালে জলপট্টির মতো
ঠান্ডা হাত দূরে সরে গেছে, আজ এই বিষম সকালবেলা
আমার উত্থান নেই, আমি শুয়ে থাকি, সাড়ে দশটা বেজে যায়।

প্রবন্ধ ও রম্যরচনা, অনুবাদ, পাঁচ বছর আগের
শুরু করা উপন্যাস, সংবাদপত্রের জন্য জল-মেশানো
গদ্য থেকে আজ এই সাড়ে দশটায় আমি সব ভেঙে চুরে
উঠে দাঁড়াতে চাই—অন্ধ চোখ, ছোট চুল—ইস্ত্রিকরা পোশাক ও
হাতের শৃংখল ছিঁড়ে ফেলে আমি এখন তোমার
বাড়ির সামনে, নীরা, থুক্ করে মাটিতে থুতু ছিটিয়ে
বলি : এই প্রাসাদ একদিন আমি ভেঙে ফেলবো! এই প্রাসাদে
এক ভারতবর্ষব্যাপী অন্যায়। এখান থেকে পুনরায় রাজতন্ত্রের
উৎস। আমি
ব্রীজের নিচে বসে গম্ভীর আওয়াজ শুনেছি, একদিন
আমূলভাবে উপড়ে নিতে হবে অপবিত্র অমরত্ব।

কবিতায় ছোট দুঃখ, ফিরে গিয়ে দেখেছি বহুবার
আমার নতুন কবিতা এই রকমভাবে শুরু হয়
নীরা তোমায় একটি রঙিন
সাবান উপহার
দিয়েছি শেষবার;
আমার সাবান ঘুরবে তোমার সারা দেহে।
বুক পেরিয়ে নাভির কাছে মায়া স্নেহে
আদর করবে, রহস্যময় হাসির শব্দে
ক্ষয়ে যাবে, বলবে তোমার শরীর যেন
অমর না হয়...
অসহ্য!! কলম ছুঁড়ে বেরিয়ে আমি বহুদূর সমুদ্রে
চলে যাই, অন্ধকারে স্নান করি হাঙর শিশুদের সঙ্গে

ফিরে এসে ঘুম চোখে, টেবিলের ওপাশে দুই বালিকার
মতো নারী, আমি নীল-লোভী তাতার বা কালো ঈশ্বর-খোঁজা
নিগ্রোদের মতো অভিমান করি, অভিমানের স্পষ্ট
শব্দ, আমার চা-মেশানো ভদ্রতা হলুদ হয়!

এখন আমি বন্ধুর সঙ্গে সাহাবাবুদের দোকানে, এখন
বন্ধুর শরীরে ইঞ্জেকশন্ ফুঁড়লে আমার কষ্ট, এখন
আমি প্রবীণ কবির সুন্দর মুখ থেকে লোমশ ভ্রূকুটি
জানু পেতে ভিক্ষা করি, আমার ক্রোধ ও হাহাকার ঘরের
সিলিং ছুঁয়ে আবার মাটিতে ফিরে আসে, এখন সাহেব বাড়ির
পার্টিতে আমি ফরিদপুরের ছেলে, ভালো পোশাক পরার লোভ
সমেত কাদা মাখা পায়ে কুৎসিত শ্বেতাঙ্গিনীকে দু'পাটি
দাঁত খুলে আমার আলজিভ দেখাই, এখানে কেউ আমার
নিম্নশরীরের যন্ত্রণার কথা জানে না। ডিনারের আগে
১৪ মিনিটের ছবিতে হোয়াইট ও ম্যাকর্ডোভিড মহাশূন্যে
উড়ে যায়, উন্মাদ! উন্মাদ! এক স্লাইস পৃথিবী দূরে,
সোনার রজ্জুতে
বাঁধা একজন ত্রিশঙ্কু, কিন্তু আমি প্রধান কবিতা
পেয়ে গেছি প্রথমেই, ৯, ৮, ৭, ৬, ৫...থেকে ক্রমশ শূন্যে
এসে স্তব্ধ অসময়, উল্টোদিকে ফিরে গিয়ে এই সেই মহাশূন
সহস্র সূর্যের বিস্ফোরণের সামনে দাঁড়িয়ে ওপেনহাইমার
প্রথম এই বিপরীত অংক গুনেছিল ভগবৎ গীতা আউড়িয়ে
কেউ শূন্যে ওঠে কেউ শূন্যে নামে, এই প্রথম আমার মৃত্যু
ও অমরত্বের ভয় কেটে যায়, আমি হেসে বন্দনা করি :
ওঁ শান্তি! হে বিপরীত সাম্প্রতিক গণিতের বীজ
তুমি ধন্য, তুমি ইয়ার্কি, অজ্ঞান হবার আগে তুমিই সশব্দ
অভ্যুত্থান, তুমি নেশা, তুমি নীরা, তুমিই আমার ব্যক্তিগত
পাপমুক্তি। আমি আজ পৃথিবীর উদ্ধারের যোগ্য॥

সত্যবন্ধ অভিমান

এক হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কী এ-হাতে কোনো পাপ করতে পারি?
শেষ বিকেলের সেই ঝুলবারান্দায়
তার মুখে পড়েছিল দুর্দান্ত সাহসী এক আলো
যেন এক টেলিগ্রাম, মুহূর্তে উন্মুক্ত করে
নীরার সুষমা
চোখে ও ভুরুতে মেশা হাসি, নাকি অভ্রবিন্দু?
তখন সে যুবতীকে খুকী বলে ডাকতে ইচ্ছে হয়
আমি ডান হাত তুলি, পুরুষ পাঞ্জার দিকে
মনে মনে বলি :
যোগ্য হও, যোগ্য হয়ে ওঠো...
ছুঁয়ে দিই নীরার চিবুক
এক হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কি এ-হাতে আর কোনোদিন
পাপ করতে পারি?

এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে, ভালোবাসি—
এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায়?
সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে পড়ে বিষম জরুরী
কথাটাই বলা হয়নি
লঘু মরালীর মত নারীটিকে নিয়ে যাবে বিদেশী বাতাস
আকস্মিক ভূমিকম্পে ভেঙে যাবে সবগুলো সিঁড়ি
থমকে দাঁড়িয়ে আমি নীরার চোখের দিকে...
ভালোবাসা এক তীব্র অংগীকার, যেন মায়াপাশ,
সত্যবন্ধ অভিমান—চোখ জ্বালা করে ওঠে—
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে, ভালোবাসি—
এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায়?

নশ্বর

কখনো কখনো মনে হয়, নীরা, তুমি আমার
জন্মদিনের চেয়েও দূরে—
তুমি পাতা-ঝরা অরণ্যে একা একা হেঁটে চলো
তোমার মসৃণ পায়ের নিচে পাতা ভাঙার শব্দ
দিগন্তের কাছে মিশে আছে মোষের কাঁধের মতন
পাহাড়
জয়ডংকা বাজিয়ে তার আড়ালে ডুবে গেল সূর্য
এ সবই আমার জন্মদিনের চেয়েও দূরের মনে হয়।

কখনো কখনো আকাশের দিকে তাকালে চোখে পড়ে
নক্ষত্রের মৃত্যু
মনের মধ্যে একটা শিহরন হয়
চোখ নেমে আসে ভূ-প্রকৃতির কাছে;
সেই সব মুহূর্তে, নীরা, মনে হয়
নশ্বরতার বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে নেমে পড়ি
তোমার বাদামি মুষ্টিতে গুঁজে দিই স্বর্গের পতাকা
পৃথিবীময় ঘোষণা করে দিই, তোমার চিবুকে
ঐ অলৌকিক আলো
চিরকাল থমকে থাকবে!

তখন বহুদূর পাতা-ঝরা অরণ্যে দেখতে পাই
তোমার রহস্যময় হাসি—
তুমি জানো, সন্ধ্যেবেলার আকাশে খেলা করে সাদা পায়রা
তারাও অন্ধকারে মুছে যায়, যেমন চোখের জ্যোতি—এবং পৃথিবীতে
এত দুঃখ
মানুষের দুঃখই শুধু তার জন্মকালও ছাড়িয়ে যায়॥

নীরার দুঃখকে ছোঁয়া

কতটুকু দূরত্ব? সহস্র আলোকবর্ষ চকিতে পার হয়ে
আমি তোমার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসি
তোমার নগ্ন কোমরের কাছে উষ্ণ নিশ্বাস ফেলার আগে
অলঙ্কৃত পাড় দিয়ে ঢাকা অদৃশ্য পায়ের পাতা দুটি
বুকের কাছে এনে
চুম্বন ও অশ্রুজলে ভেজাতে চাই
আমার সাঁইত্রিশ বছরের বুক কাঁপে
আমার সাঁইত্রিশ বছরের বাইরের জীবন মিথ্যে হয়ে যায়
বহুকাল পর অশ্রু এই বিস্মৃত শব্দটি
অসম্ভব মায়াময় মনে হয়
ইচ্ছে করে তোমার দুঃখের সঙ্গে
আমার দুঃখ মিশিয়ে আদর করি
সামাজিক কাঁথা সেলাই করা ব্যবহার তছনছ করে
স্ফুরিত হয় একটি মুহূর্ত
আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে তোমার পায়ের কাছে...

বাইরে বড় চ্যাঁচামেচি, আবহাওয়ায় যখন তখন নিম্নচাপ
ধ্বংস ও সৃষ্টির বীজ ও ফসলে ধারাবাহিক কৌতুক
অজস্র মানুষের মাথা নিজস্ব নিয়মে ঘামে
সেই তো শ্রেষ্ঠ সময় যখন এ সবকিছু তুচ্ছ
যখন মানুষ ফিরে আসে তার ব্যক্তিগত স্বর্গের
অতৃপ্ত সিঁড়িতে
যখন শরীরের মধ্যে বন্দী ভ্রমরের মনে পড়ে যায়
এলাচ গন্ধের মত বাল্যস্মৃতি
তোমার অলোকসামান্য মুখের দিকে আমার স্থির দৃষ্টি
তোমার তেজী অভিমানের কাছে প্রতিহত হয়
দ্যুলোক-সীমানা
প্রতীক্ষা করি ত্রিকাল দুলিয়ে দেওয়া গ্রীবাভঙ্গীর
আমার বুক কাঁপে,
কথা বলি না

বুকে বুক রেখে যদি স্পর্শ করা যায় ব্যথা সরিৎসাগর
আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে আসি অসম্ভব দূরত্ব পেরিয়ে
চোখ শুকনো, তবু পদচুম্বনের আগে
অশ্রুপাতের জন্য মন কেমন করে!

ছায়া

হিরন্ময়, তুমি নীরার মুখোমুখি দাঁড়িয়ো না,
আমি পছন্দ করি না
পাশে দাঁড়িয়ো না, আমি পছন্দ করি না
তুমি নীরার ছায়াকে আদর করো।
হিরন্ময়, তোমার দিব্য বিভা নেই, জামায় একটা
বোতাম নেই, ছুরিতে হাতল নেই,
শরীরে এত ঘাম, রক্তে এত হর্ষ
চোখে অস্থিরতা
এ কোন্ ঘাতকের বেশে তুমি দাঁড়িয়েছো?
ঘাতক হওয়া তোমাকে মানায় না
তুমি বরং প্রেমিক হও
সামনে দাঁড়িয়ো না, পাশে এসো না
তুমি নীরার ছায়ার মুখ চুম্বন করো॥

যা চেয়েছি, যা পাবো না

—কী চাও আমার কাছে?
—কিছু তো চাইনি আমি!
—চাওনি তা ঠিক। তবু কেন
        এমন ঝড়ের মতো ডাক দাও?
—জানি না। ওদিকে দ্যাখো
        রোদ্দুরে রুপোর মতো জল
        তোমার চোখের মতো
            দূরবর্তী নৌকো
        চতুর্দিকে তোমাকেই দেখা
—সত্যি করে বলো, কবি, কী চাও আমার কাছে?
—মনে হয় তুমি দেবী...
—আমি দেবী নই
—তুমি তো জানো না তুমি কে!
—কে আমি?
—তুমি সরস্বতী, শব্দটির মূল অর্থে
        যদিও মানবী, তাই কাছাকাছি পাওয়া
        মাঝে মাঝে নারী নামে ডাকি
—হাসি পায় শুনে। যখন যা মনে আসে
        তাই বলো, ঠিক নয়?
—অনেকটা ঠিক। যখন যা মনে আসে—
        কেন মনে আসে?
—কী চাও, বলো তো সত্যি? কথা ঘুরিয়ো না
--আশীর্বাদ!
—আশীর্বাদ? আমার, না সত্যি যিনি দেবী
—তুমিই তো সেই! টেবিলের ঐ পাশে
        ফিকে লাল শাড়ি
        আঙুলে ছোঁয়ানো থুতনি,
        উঠে এসো
        আশীর্বাদ দাও, মাথার ওপরে রাখো হাত
        আশীর্বাদে আশীর্বাদে আমাকে পাগল করে তোলো
        খিমচে ধরো চুল, আমার কপাল

নোখ দিয়ে চিরে দাও
—যথেষ্ট পাগল আছো! আরও হতে চাও বুঝি?
—তোমাকে দেখলেই শুধু এরকম, নয়তো কেমন
শান্তশিষ্ট
—না দেখাই ভালো তবে। তাই নয়?
—ভালোমন্দ জেনেশুনে যদি এ জীবন
কাটাতুম
তবে সে জীবন ছিল শালিকের, দোয়েলের
বনবিড়ালের কিংবা মহাত্মা গান্ধীর
ইরি ধানে, ধানের পোকায় যে-জীবন
—যে-জীবন মানুষের?
—আমি কি মানুষ নাকি? ছিলাম মানুষ বটে
তোমাকে দেখার আগে
—তুমি সোজাসুজি তাকাও চোখের দিকে
অনেকক্ষণ চেয়ে থাকো
পলক পড়ে না
কী দেখো অমন করে?
—তোমার ভিতরে তুমি, শাড়ি-সজ্জা খুলে ফেললে
তুমি
তার আড়ালেও যে-তুমি
—সেকি সত্যি আমি? না তোমার নিজের কল্পনা
—শোন্ খুকী—
—এই মাত্র দেবী বললে—
—একই কথা! কল্পনা আধার যিনি, তিনি দেবী—
তুমি সেই নীরা
তোর কাছে আশীর্বাদ চাই
—সে আর এমন কি শক্ত? এক্ষুনি তো দিতে পারি
—তোমার অনেক আছে, কণামাত্র দাও
—কী আছে আমার? জানি না তো
—তুমি আছো, তুমি আছো, এর চেয়ে বড় সত্য নেই!
—সিঁড়ির ওপরে সেই দেখা
তখন তো বলোনি কিছু?

আমার নিঃসঙ্গ দিন, আমার অবেলা
আমারই নিজস্ব—শৈশবের হাওয়া শুধু জানে

—দেবে কি দুঃখের অংশভাগ? আমি
ধনী হবো
—আমার তো দুঃখ নেই—দুঃখের চেয়েও
কোনো সুমহান আবিষ্টতা
আমাকে রয়েছে ঘিরে
তার কোনো ভাগ হয় না
আমার কী আছে আর, কী দেবো তোমাকে?
—তুমি আছো, তুমি আছো, এর চেয়ে বড় সত্য নেই!
তুমি দেবী, ইচ্ছে হয় হাঁটু গেড়ে বসি
মাথায় তোমার করতল, আশীর্বাদ...
তবু সেখানেও শেষ নেই
কবি নয়, মুহূর্তে পুরুষ হয়ে উঠি
অস্থির দু'হাত
দশ আঙুলে আঁকড়ে ধরতে চায়
সিংহিনীর মতো ঐ যে তোমার কোমর
অবোধ শিশুর মতো মুখ ঘষে তোমার শরীরে
যেন কোনো গুপ্ত সংবাদের জন্য ছটফটানি
—পুরুষ দূরত্বে যাও, কবি কাছে এসো
তোমায় কী দিতে পারি?
—কিছু নয়!
—অভিমান?
—নাম দাও অভিমান!
—এটা কিন্তু বেশ! যদি
অসুখের নাম দিই নির্বাসন
না-দেখার নাম দিই অনস্তিত্ব
দূরত্বের নাম দিই অভিমান?
—কতটুকু দূরত্ব? কী, মনে পড়ে?
—কী করে ভাবলে যে ভুলবো?
—তুমি এই যে বসে আছো, আঙুলে ছোঁয়ানো থুতনি
কপালে পড়েছে চূর্ণ চুল

পাড়ের নক্সায় ঢাকা পা
ওষ্ঠাগ্রে আসন্ন হাসি—
এই দৃশ্যে অমরত্ব
তুমি তো জানো না, নীরা,
আমার মৃত্যুর পরও এই ছবি থেকে যাবে।
—সময় কি থেমে থাকবে? কী চাও আমার কাছে?
—মৃত্যু!
—ছিঃ বলতে নেই
—তবে স্নেহ? আমি বড়ো স্নেহের কাঙাল
—পাওনি কি?
—বুঝতে পারি না ঠিক! বয়স্ক পুরুষ যদি স্নেহ চায়
শরীরও সে চায়
তার গালে গাল চেপে দিতে পারো মধুর উত্তাপ?
—ফের পাগলামি?
—দেখা দাও!
—আমিও তোমায় দেখতে চাই।
—না!
—কেন?
—ব'লো না। কক্ষনো বলো না আর ঐ কথা
আমি ভয় পাবো।
এ শুধুই এক দিকের
আমি কে? সামান্য, অতি নগণ্য কেউ না
তবু এত স্পর্ধা করে তোমার রূপের কাছে-
—তুমি কবি?
—তা কি মনে থাকে? বারবার ভুলে যাই
অবুঝ পুরুষ হয়ে কৃপাপ্রার্থী
—কী চাও আমার কাছে?
—কিছু নয়। আমার দু'চোখে যদি ধুলো পড়ে
আঁচলের ভাপ দিয়ে মুছে দেবে?

বয়েস

আমার নাকি বয়েস বাড়ছে? হাসতে হাসতে এই কথাটা
স্নানের আগে বাথরুমে যে ক'বার বললুম!
এমন ঘোর একলা জায়গায় দু'পাক নাচলেও
ক্ষতি নেই তো—
ব্যায়াম করে রোগা হবো, সরু ঘেরের প্যান্ট পরবো?
হাসতে হাসতে দম ফেটে যায়, বিকেলবেলায়
নীরার কাছে
বলি, আমার বয়েস বাড়ছে, শুনেছো তো? ছাপা হয়েছে!
সত্যি সত্যি বুকের লোম, জুলপি, দাড়ি কাঁচায় পাকা—
এই যে চেয়ে দ্যাখো
দেখে সবাই বলবে নাকি, ছেলেটা কই, ও তো লোকটা!
এ সব খুব শক্ত ম্যাজিক, ছেলে কীভাবে লোক হয়ে যায়
লোকেরা ফের বুড়ো হবেই এবং মরবে
আমিও মরবো
আরও খানিকটা ভালোবেসে, আরও কয়েকটা পদ্য লিখে
আমিও ঠিক মরে যাবো,
কী, তাই না?
ঘুরতে ঘুরতে কোথায় এলুম, এ জায়গাটা এত অচেনা
আমার ছিলো বিশাল রাজ্য, তার বাইরেও এত অসীম
শরীরময় গান-বাজনা, পলক ফেলতেও মায়া জাগে
এই ভ্রমণটা বেশ লাগলো, কম কিছু তো দেখা হলো না
অন্ধকারও মধুর লাগে, নীরা তোমার হাতটা দাও তো
সুগন্ধ নিই!

নীরা, শুধু তোমার কাছে এসেই বুঝি
সময় আজো থেমে আছে।

অন্য লোক

যে লেখে, সে আমি নয়
কেন যে আমায় দোষী করো!
আমি কি নেকড়ের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে ছিঁড়েছি শৃঙ্খল?
নদীর কিনারে তার ছেলেবেলা কেটেছিল
সে দেখেছে সংসারের গোপন ফাটল
মাংসল জলের মধ্যে তার আয়না খুঁজেছে, ভেঙেছে।
আমি তো ইস্কুলে গেছি, বই পড়ে প্রকাশ্য রাস্তায়
একটা চাবুক পেয়ে হয়ে গেছি শূন্যতায়
ঘোড়সওয়ার।

যে লেখে সে আমি নয়
যে লেখে সে আমি নয়
সে এখন নীরার সংশ্রবে আছে পাহাড় শিখরে
চৌকোশ বাক্যের সঙ্গে হাওয়াকেও
হারিয়ে দেয় দুরন্তপনায়
কাঙাল হতেও তার লজ্জা নেই
এত ধ্বংসের জন্য তার এত উন্মত্ততা
দূতাবাস কর্মীকেও খুন করতে ভয় পায় না
সে কখনো আমার মতন বসে থাকে
টেবিলে মুখ গুঁজে?

নীরার কাছে

যেই দরজা খুললে আমি জন্তু থেকে মানুষ হলাম
শরীর ভরে ঘূর্ণি খেললো লম্বা একটা হলদে রঙের আনন্দ
না খুলতেও পারতে তুমি, বলতে পারতে এখন বড় অসময়
সেই না-বলার দয়ায় হলো স্বর্ণ দিন, পুষ্পবৃষ্টি
ঝরে পড়লো বাসনায়।

এখন তুমি অসম্ভব দূরে থাকো. দূরত্বকে সুদূর করো
নীরা, তোমার মনে পড়ে না স্বর্গ নদীর পারের দৃশ্য?
যূথীর মালা গলায় পরে বাতাস ওড়ে একলা একলা দুপুর বেলা
পথের যত হা-ঘরে আর ঘেয়ো কুকুর তারাই এখন আমার সঙ্গী।

বুকের ওপর রাখবো এই তৃষিত মুখ. উষ্ণ শ্বাস হৃদয় ছোঁবে
এই সাধারণ সাধটুকু কি শৌখিনতা. ক্ষুধার্তের ভাতরুটি নয়?
না পেলে সে অখাদ্য কুখাদ্য খাবে. খেয়ার ঘাটে কপাল কুটবে
মনে পড়ে না মধ্যরাতে দৈত্যসাজে দরজা ভেঙে সে এসেছিল?

ভুলে যাওয়ার ভেতর থেকে যেন একটা অতসী রং হল্‌কা এলো
যেই দরজা খুললে আমি জন্তু থেকে মানুষ হলাম॥

ভুল বোঝাবুঝি

এই তটভূমিহীন প্রবহমান সংশয়
এই যে অস্থির বিষণ্ণতা আমার
এর কোনো শেষ নেই
বুকের মধ্যে প্রায়ই হাজার হাজার সূঁচ ফোটে
মনে হয় পথ ভুলে চলে এসেছি পিঁপড়েদের দেশে
চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, আমি সেই মানুষ নই,
দ্যাখো, আমার হাতে দাগ নেই!
দু'একটি মুহূর্ত অন্ধকার বাতাসে জোনাকির মতন
দুলতে দুলতে চলে যায় শৈশবের দিকে
বহুকাল চেপে রাখা একটি দীর্ঘশ্বাস
বেরুবার পথ পায় না
কত ঝলমলে উজ্জ্বল সকাল অন্য লোকেরা নিজস্ব করে নেয়
তুমিই এসব কিছুর জন্য দায়ী,
নীরা, তুমি আমাকে ভুল বুঝলে কেন?

এ তো অভিমান নয়, এর নাম পিপাসা
আমি আনন্দের গান গেয়ে উঠতে চেয়েছিলাম
যদিও আমার গলা ভাঙা
একটি শিশু টলমলে পায় হাততালি দিয়ে উঠলো
আমি তাকে স্থির মুহূর্ত দিতে চেয়েছিলাম
উজ্জ্বল ফুল্কি ওঠা ঝর্নায় চেয়েছিলাম অবগাহন
পৃথিবীকে আমি প্রায়শ চেয়েছি পৃথিবীর চেয়ে দূরে
নীরা, তুমি আমাকে ভুল বুঝলে কেন?
কেন ঐ নবনীত হাতের পাঞ্জা সরিয়ে নিলে—
আমি নির্জন ঘরে বন্দী হয়ে রইলাম!

—কে যায়?
—এই মাত্র চলে গেল বিহ্বল রজনী
—অদূরে কিসের শব্দ?
—রৌদ্র থেকে ফিরে আসা ছায়া
—জলস্রোত ফিরে গেছে যেখানে যাবার
কথা ছিল?
—চাঁদ বুঝি ভুলে গেছে তাকে
—বাতাসে কিসের গন্ধ?
—আমি এক মরালীকে চুম্বন করেছি
—কেউ কি এসেছে ঋণ শোধ নিতে?
—একজন, যে তোমার জন্য কেঁদেছিল
যে তোমার বাহুতে রেখেছে
অনুতপ্ত মুখ
—কে যায়?
—এই মাত্র ঘুরে গেল হাওয়া
—অদূরে কিসের শব্দ?
—একটি ফুলের ঝরে যাওয়া
একটি নতুন ফুল ফুটে ওঠা
—চাঁদ কি এসেছে ফিরে
বিস্মৃতির পরপার থেকে?
—জলস্রোত নিয়ে গেল তাকে
—বাতাসে কিসের গন্ধ?
—তীরবিদ্ধ মরালীর গাঢ় রক্ত
—কেউ কি হয়েছে ঋণ মুক্ত?
—তুমি তো জন্মান্ধ নও, মূক ও বধির নও
তবু কেন এত প্রশ্ন?
—জন্মলগ্নে অসহিষ্ণু, বারবার ফিরে ফিরে আসি
অতৃপ্তির পাত্র হাতে
তোমার চোখের কাছে, নীরা!

ম ছিল

শুকনো নদীর জলে পা ডুবিয়ে দুপুরের ক্ষণিক কৌতুকে
মন স্বচ্ছ হ'তে গিয়ে থমকে যায়
পাথরে শ্যাওলার ছোপ, ঝিরঝিরে স্রোতের মধ্যে
বাদামের খোসা
নদীর ওপার থেকে অনায়াসে নীরা নাম্নী মহিলাটি
কুর্চি ফুল নিয়ে ফিরে আসে
গাছের শিকড়ে রাখে সোয়েটার
সিগারেট টেনে আমি মন-খারাপ ধোঁয়া ছেড়ে
ভেঙে দিই বালির প্রাসাদ!

একদিন নদী ছিল চঞ্চলা নর্তকী,
তার তীরে
রমণীর লাস্য ছিল আরও রমণীয়
প্রবল ঢেউয়ের মতো হৃদয়ের লিপ্ত ওঠানামা
ভুল ভাঙবার মতো অকস্মাৎ কূল ভেঙে পড়া
নদীর ওপার ছিল দীর্ঘশ্বাস যত দূরে যায়—
নীরা, মনে পড়ে, এই নদীর তরঙ্গে
তোমার শরীরখানি একদিন
অপ্সরার রূপ নিয়েছিল?
জলের দর্পণে আমি ডুব দিয়ে পাতাল খুঁজেছি
দেখেছি তা স্বর্গ থেকে দূরে নয়, কে কাকে হারায়,
তোমার বুকের কাছে নীল জল ছলচ্ছল—সীমাহীন মায়া
আমার নিভৃত সুখ, আমার দুরাশা
এখন এ শীর্ণ নদী...বুকে বড় কষ্ট হয়...
জলের সম্মুখ ছাড়া নারীকে মানায় না!

বিদেশ

ঠোঁট দেখলেই বুঝতে পারি, তুমি এদেশে বেড়াতে এসেছো
ঐ গ্রীবা, ঐ ভুরুর শোভা এদেশী নয়—
কপালে ঐ চূর্ণ অলক, নিমেষ-হারা দৃষ্টি পলক
ঐ মুখ, ঐ বুকের রেখা এদেশী নয়!

বৃষ্টি থামা বিকেলবেলায় পথ ভরেছে শুকনো কাদায়
আমরা সবাই কাতর, বুকে পাথর
তোমার পা মাটি ছুঁলো না
তোমার হাসি পাখি-তুলনা
তুমি বললে, আবার বৃষ্টি নামুক!

আমরা সবাই রূপ চেয়েছি
ধর্ম অর্থ কাম চেয়েছি
তোমার হাতে শুধু দু' মুঠো বালি!
রুক্ষ দিনের মতন আমরা রুক্ষতাময় তৃপ্তিহারা
আগুন থেকে জ্বলে আগুন, চক্ষু থেকে অগ্নিধারা
তুমি হাওয়ায় শূন্য ফসল দেখতে পেয়ে
বাজালে করতালি।

এই পৃথিবী বিদেশ তোমার
কত দিনের জন্য এলে?
বেড়াতে আসা, তাই কি মুখ অমন সুখ-ছোঁয়া!
যদি তোমায় বন্দী করি,
মুঠোর মধ্যে ভ্রমর ধরি
দেবতা-রোষে হবো ভস্ম ধোঁয়া?

দাঁড়িয়ে রয়েছো তুমি

দাঁড়িয়ে রয়েছো তুমি বারান্দায়
অহঙ্কার তোমাকে মানায় না
তুমি কি যে-কোনো নারী
যে-কোনো বারান্দা থেকে
সন্ধ্যার শিয়রে
মাথা রেখে আছো?

তুমি তো আমারই শুধু, দূর থেকে দেখা
শুকনো চুল, ভিজে মুখ, করতলে মসৃণ চিবুক
তুমি নীরা,
অহঙ্কার তোমাকে মানায় না—
যে তোমাকে দেখে, সে-ই তোমাকে সুন্দর করে
দ্রষ্টা যে, ঈশ্বরও সে।
তোমার নিঃসঙ্গ রূপ মেশে বাতাসের হাহাকারে।

মুক্তো

তোমার গলার মুক্তোমালা ছিঁড়ে পড়লো
এখন আমি খুঁজে চলেছি
একটা একটা মুক্তো যাদের
হারিয়ে যাবার প্রবণতা!
এখানে আলো, ঐ আঁধার
কাঁটার ঝোপ, বহু বাধার
আড়ালে খোঁজে চোখ, যেমন হিংস্রতাকে
খুঁজেছিলেন এক সন্ত
মাঝে-মাঝেই কাচের টুকরো চোখ ধাঁধায়
ওরে ডাহুক, জগৎ এখন সুপ্ত, তোর
ডাক থামা!

ঘাসের ডগায় বিখ্যাত সেই শিশিরবিন্দু
এই সময়?
ওরা তো কেউ মুক্তো নয়, মুক্তো নয়
উপমা যেমন যুক্তি নয়
তারার অশ্রুপাতের কথাও মনে পড়ে না!
আমি নীরার মুখের দিকে চেয়ে দেখি
চূর্ণ অলক
দুই অপলক চোখের মধ্যে ঐতিহাসিক নীরবতা
আমি খুঁজছি
বুকের কাছে শূন্যতার সামনে হাত কৃতাঞ্জলি
খুঁজে চলেছি, খুঁজে চলেছি...

বনমর্মর

সেই পথ দিয়ে ফিরে যাওয়া
পড়ে আছে মিহিন কাচের মতো জ্যোৎস্না
শুকনো পাতার শব্দ এমন নিঃসঙ্গ
সেই সব পাতা ভেঙে
ভেঙে ভেঙে ভেঙে ভেঙে চলে যেতে
যেতে যেতে যেতে যেতে
বাতাসের স্পর্শ যেন কার যেন কার যেন কার
যেন কার ?
মনেও পড়ে না ঠিক যেন কার নরম অঙ্গুলি
এই মুখে, রুক্ষ মুখে, আমার চিবুকে, এই
কর্কশ চিবুকে
ঠোঁটে, ঠোঁটের ওপরে, এবং ঠোঁটের নিচে
চোখের দু' পাশে যে কালো দাগ
সেখানেও
যেন কার, যেন কার কোমল অঙ্গুলি
কপালে হিংগুল টিপ, নীলরঙা হাসি
পেছনে তাকাই আর দেখা যায় না
জ্যোৎস্না নেই, বোবা কালা অন্ধকার
শুকনো পাতার শব্দ...
সেই পথ দিয়ে ফিরে যাওয়া, ফিরে যেতে যেতে যেতে।

তোমার কাছেই

সকাল নয়, তবু আমার
প্রথম দেখার ছটফটানি
দুপুর নয়, তবু আমার
দুপুরবেলার প্রিয় তামাশা
ছিল না নদী, তবুও নদী
পেরিয়ে আসি তোমার কাছে
তুমি ছিলে না তবুও যেন
তোমার কাছেই বেড়াতে আসা!

শিরীষ গাছে রোদ লেগেছে,
শিরীষ কোথায়, মরুভূমি!
বিকেল নয়, তবু আমার
বিকেলবেলার ক্ষুৎ-পিপাসা
চিঠির খামে গন্ধবকুল
তৃষ্ণা ছোটে বিদেশ পানে
তুমি ছিলে না, তবুও যেন
তোমার কাছেই বেড়াতে আসা!

ঘুরে বেড়াই

তোমার পাশে, এবং তোমার ছায়ার পাশে
ঘুরে বেড়াই
তোমার পোষা কোকিল এবং তোমার মুখে
বিকেলবেলা রোদের পাশে
ঘুরে বেড়াই
তোমার ঘুমের এবং তোমার যখন-তখন অভিমানের
অর্থ খুঁজি অভিধানে
ঘুরে বেড়াই ঘুরে বেড়াই
গাছের দিকে মেঘের দিকে
বেলা শেষের নদীর দিকে
পথ চেনে না পথের মানুষ
ঘুরে বেড়াই ঘুরে বেড়াই
মেলা শেষের ভাঙা উনুন ছাইয়ের গাদায়
ল্যাজ গুটোনো একলা কুকুর
পুকুর পাড়ে মাটির খুরি, সবুজ ফিতে
ঘুরে বেড়াই ঘুরে বেড়াই
তোমার পাশে এবং তোমার ছায়ার পাশে
ঘুরে বেড়াই॥

সুন্দরের পাশে

সে এত সুন্দর, তাই তার পাশে বসি
রূপের বিভায় আমি সেরে নিই লঘু আচমন
রূপের ভিতর থেকে উঠে আসে বুক ভরা ঘুম
আমি তার চোখ থেকে তুলে নিই
মিহিন ফুলের পাপড়ি
গন্ধ শুকি, পুনরায় ঘুম থেকে জাগি
উজ্জ্বল দাঁতের আলো রক্তিম ওষ্ঠকে বহু দূরে নিয়ে যায়
রূপের সুদূরতম দেশে চলে যাবে এই ভয়ে
আমি দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে...
সে এত সুন্দর তাই তার পাশে বসি!

রূপ যেন অভিমান, আমি কোনো সান্ত্বনা জানি না
যতখানি নিতে পারি, দিই না কিছুই
জানলার পাশ দিয়ে উঁকি মারে কার ছায়া?
ও কি প্রতিদ্বন্দ্বী?
ও কি নশ্বরতা?
শিখেছি অনেক কষ্টে তার চোখে ধুলো দেওয়া
এই শিল্পরীতি
চিরকাল না-হলেও, বারবার ফেরানো যাবেই জেনে
রূপ থেকে সুধা পান করি
ঠিক উন্মাদের মতো চোখ থেকে ঝরে পড়ে হাসি।

প্রকৃতির অলংকার সে রেখেছে নিজস্ব সীমানা জুড়ে জুড়ে
তাই প্রকৃতির কাছে অন্ধ হলে যাবো
সুমেরু পর্বতে আমি মাথা রাখি
সমুদ্রের ঢেউ লাগে হাতের আঙুলে
উরুর ভিতরে অগ্নি...এত মোহময়...
অরণ্যের গন্ধমাখা...
নিশ্বাসে পলাশ ঝড়, বারবার
যুদ্ধের সুমিষ্ট স্বপ্ন, চোখ ঘুরে ঘুরে
যায়, আসে

নরম সোনালি দুই বুক যেন স্বর্গভূমি
এত মোহময়, তাই শিল্প...
যুদ্ধের অমর শিল্প...
সে এত সুন্দর তাই তার পাশে বসি!

বিচ্ছেদ

দেখা হয়, কথা হয়, তবু বিচ্ছেদের কথা মনে পড়ে
খুঁড়ে তোলা মাটি থেকে জমে ওঠে নিকৃষ্ট পাহাড়
চোখের সম্মুখে তুমি দাঁড়ালেও স্বচ্ছ বাতাসের ব্যবধান
আমার এমনই রাগ, আমি সেই স্বচ্ছতাকে শত্রু বলে ভাবি!

ভালোবাসা শব্দটিতে ইদানীং প্রচুর মিশেছে জল
বস্তুত বন্যার স্রোতে ভেসে যায় ভালোবাসা
ঐ দ্যাখো, সকলেই দেখে
এ রকম সার্বজনীনতা আমি পছন্দ করি না!

বিচ্ছেদ শব্দটি যেন নিজের শরীরে সাদা পুঁজ-ফোড়া
অতি সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে আরাম লাগে বেশ
এ যেন নির্মাণ-সুখ, অথচ দুঃখের চাপা ব্যথা!
নীরা, এই কথাগুলো রোজ বলি বলি করে
ফিরে যাই,
মধ্যরাত্রে জানে শুধু পথের কুকুর!
একাকিত্ব গাঢ় হলে আমি অন্ধকার দিয়ে
গড়ে নিই
তোমার আদল
সে আদল বুকে নেওয়া কত সোজা,
কত তন্বী আলিঙ্গন

সজিভ চুম্বনে সেই কবেকার নদীতীরে প্রথম বৃষ্টিতে ভেজা
কৈশোরের স্বাদ
সেই ছবি, নীরা, তুমি স্নানঘরে দর্পণে দেখো না?

সারাটা জীবন

আমাকে দিও না শাস্তি, শিয়রের কাছে কেন এত নীল জল
কোথাও বোঝার ভুল ছিল তাই ঝড় এলো সন্ধের আকাশে
আমাকে দিও না শাস্তি. কেন ফেলে চলে গেলে অসমাপ্ত বই
চতুর্দিকে এত শব্দ, শব্দ গিরিবর্ত্মে ঝোলে অদ্ভুত শূন্যতা
আকাশের গায়ে গায়ে কালো তাঁবু, জগতের সব দীন দুঃখী শুয়ে আছে
একজন শুধু বাইরে. তুমি তার একাকিত্ব তুলে নাও মরাল গ্রীবার মত হাতে
আমাকে দিও না শাস্তি. নীরা, দাও বাল্য প্রেমিকার স্নেহ. সারাটা জীবন
আমি
অবাধ্য শিশুর মতো প্রশ্রয় ভিখারী!

সিঁড়ির ওপরে

কোনো ঘরে জায়গা নেই, তুমি আমাকে
বসতে বললে সিঁড়িতে

আঁচল দিয়ে ধুলো মুছতে যাচ্ছিলে, আমি বললাম, থাক!
আমার মুখের ঘাম মোছার ইচ্ছে ছিল ঐ আঁচলে
কিন্তু সেটা ছড়িয়ে রইলো মাঝখানে
প্রবাদের খড়্গের মতন
তার ওপর দিয়ে উড়ে যায়
স্পর্শকাতর বাতাস।
সিঁড়ির নিস্তব্ধতা ভেঙে যখন-তখন জেগে ওঠে পদশব্দ
আমি সংকুচিত হয়ে বসি, ইচ্ছাশক্তিতে কেন মানুষ
অদৃশ্য হতে পারে না!
অচেনা দৃষ্টিগুলি আমার শরীরে বেঁধে, নীরা তুমি হেসে ওঠো
তোমার বিমূর্ত হাসিতে সিঁড়ি হয়ে যায় জলপ্রপাতের কিনারা
সেখানে ঝুঁকে আছে স্নেহময় বৃক্ষ,
জলে খেলা করে পাতার ছায়া
নব দ্রুপল্লব, নব বেদনাময় আহ্বান!
তোমার নরম স্থিতি থেকে আমার বাসনা অনেক দূরে
তবু সিঁড়ির ওপরে বহুদিনের বিচ্ছেদ বেদনা ধুলো হয়ে গেল।

কবিতা মূর্তিমতী

শুয়ে আছে বিছানায়, সামনে উন্মুক্ত নীল খাতা
উপুড় শরীর সেই রমণীর, খাটের বাইরে পা দু'খানি
পিঠে তার ভিজে চুল
এবং সমুদ্রে দু'টি ঢেউ
ছায়াময় ঘরে যেন কিসের সুগন্ধ,
জানালায়
রৌদ্র যেন জলকণা, দূরে নীল নক্ষত্রের দেশ।

কী লেখে সে, কবিতা? না কবিতা রচনা করে তাকে?

সে বড় অস্থির, তার চোখে বড় বেশি অশ্রু আছে
পাশ ফেরা মুখখানি—
এখন স্তব্ধতা মূর্তিমতী—
শাড়ির অমনোযোগে কোমরের নগ্ন বারান্দায়
একটি পাহাড়ী দৃশ্য
সবুজ সতেজ উপত্যকা
কেন বা নদীও নয়? অথবা সে অপার্থিবা বুঝি!

কী লেখে সে, কবিতা? না কবিতা রচনা করে তাকে?

নগরে হঠাৎ বৃষ্টি, বৃষ্টিতে দুপুর ভেসে যায়
সে দেখেনি, সে শোনেনি কোনো শব্দ
যেন এক দ্বীপ
যেখানে হলুদ বর্ণ রক্তিমকে নিমন্ত্রণে ডাকে
অথবা সে জলকন্যা,
দু' বাহুতে হীরকের আঁশ
ক্রমশ উজ্জ্বল হয়, আঙুলে কলম চিত্রার্পিত

কী লেখে সে, কবিতা? না কবিতা রচনা করে তাকে?

শিল্প

শিল্প তো সার্বজনীন, তা কারুর একলার নয়
এ কথা ভাবলেই বড় ভয় করে, এই সত্যটিকে
আমি শত্রু বলে মানি।

নীরা নাম্নী মেয়েটি কি শুধু নারী? মন বিঁধে থাকে
নীরার সারল্য কিংবা লঘু-খুশী,
আঙুলের হঠাৎ লাবণ্য কিংবা
ভোর ভোর মুখ
আমি দেখি, দেখে দেখে দৃষ্টিভ্রম হয়
এত চেনা, এত কাছে, তবু কেন এতটা সুদূর
নীরার রূপের গায়ে লেগে আছে যেন শিল্পচ্ছটা
ভয় হয়, চাপা দুঃখ হিম হয়ে আসে।

নীরা, তুমি বালিকার খেলা ছেড়ে শিল্পের জগতে
যেতে চাও?
প্রতীক অরণ্যে তুমি মায়া বনদেবী?
তোমার হাসিতে যেন ইতালির এক শতাব্দীর ছায়া
তোমার চোখের জলে ঝলসে ওঠে শিল্পের কিরণ
যে শিল্প মধুর কিন্তু ব্যক্তিগত নয়
শিল্প সহবাসে আমি তোমাকে স্বৈরিণী হতে
ছেড়ে দিতে পারি?
না, না, নীরা, ফিরে এসো, ফিরে এসো তুমি
তোমাকে আমার কিংবা আমাকে তোমার কোনো
নির্বাসন নেই
ফিরে এসো, এই বাহুঘেরে ফিরে এসো!

—

পৃথিবীর যাবতীয় কবিতার আদিতম প্রেরণা নারী। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় সেই নারীর নাম নীরা। বনলতা সেন কিংবা অরুণিমা সান্যালের মতো নীরাও কি স্মৃতি-মেদুর কোনো কাল্পনিক নাম? নাকি নীরা একটু অন্যরকমের, রক্তমাংসের এক জীবন্ত প্রতিমা? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বহুবার বহুভাবে এ-নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। যে-উত্তর দিয়েছেন, তাতে রহস্য বেড়েছে মাত্র। প্রশ্নটাকেই সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, "এ-প্রশ্নের জবাব দেব না।"
নারীকে কেন্দ্র করে নানা বয়সে নানা সময়ে নানা মুহূর্তে যে-সমস্ত কবিতা লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কবিতা হিসেবেও সেগুলি অসাধারণ। পৃথিবীর আর কোনো কবি একটি মাত্র নাম ব্যবহার করে এত কবিতা লিখেছেন বলে জানা যায় না। সেই সমুদয় কবিতা একত্র করে প্রকাশিত হল প্রেমের কবিতার এই অসামান্য সংকলন—

হঠাৎ নীরার জন্য

এই বইতে এমন অনেক কবিতা রয়েছে যা এর আগে অন্য কোথাও প্রকাশিত হয় নি।